বংশ (النسب)

তিনি মক্কার কুরায়েশ বংশের শ্রেষ্ঠ শাখা হাশেমী গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ, মাতার নাম আমেনা। দাদার নাম ছিল আব্দুল মুত্ত্বালিব, দাদীর নাম ফাতেমা। নানার নাম ছিল ওয়াহাব, নানীর নাম বাররাহ। নানার বংশসূত্র রাসূল (ছাঃ)-এর ঊর্ধ্বতন দাদা কিলাব-এর সাথে এবং নানীর বংশসূত্র কুছাই বিন কিলাব-এর সাথে যুক্ত হয়েছে। দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব ছিলেন বনু হাশেম গোত্রের সরদার এবং নানা ওয়াহাব ছিলেন বনু যোহরা গোত্রের সরদার। দাদার হাশেমী গোত্র

ও নানার যোহরা গোত্র কুরায়েশ বংশের দুই বৃহৎ ও সম্ভ্রান্ত গোত্র হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِى آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا، حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِى كُنْتُ فِيهِ ‘আমি যুগ পরম্পরায় বনু আদমের শ্রেষ্ঠ যুগে প্রেরিত হয়েছি। অবশেষে আমি সেই যুগে এসেছি, যে যুগে আমি রয়েছি’ (বুখারী হা/৩৫৫৭)। (২) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে হোদায়বিয়া সন্ধির পরে তার কুফরী অবস্থায় প্রশ্ন করেছিলেন, তোমাদের মধ্যে নবী দাবীকারী ব্যক্তির বংশ কেমন? উত্তরে আবু সুফিয়ান বলেছিলেন, هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ‘তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চ বংশীয়’।

হেরাক্লিয়াস বলেছিলেন, كَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِى أَحْسَابِ قَوْمِهَا‘এভাবেই নবী-রাসূলগণ তার সম্প্রদায়ের সেরা বংশে জন্ম গ্রহণ করে থাকেন’।[1]

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيْمَ إِسْمَاعِيْلَ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ بَنِي كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِى مِنْ بَنِي هَاشِمٍ- ‘আল্লাহ ইবরাহীমের সন্তানগণের মধ্য থেকে ইসমাঈলকে বেছে নিয়েছেন। অতঃপর ইসমাঈলের সন্তানগণের মধ্য থেকে বনু কেনানাহকে বেছে নিয়েছেন। অতঃপর বনু কেনানাহ থেকে কুরায়েশ বংশকে বেছে নিয়েছেন। অতঃপর কুরায়েশ থেকে বনু হাশেমকে এবং বনু হাশেম থেকে আমাকে বেছে নিয়েছেন।[2] এভাবে

আল্লাহর অনুগ্রহে শেষনবী (ছাঃ) বনু আদমের সেরা বংশের সেরা গোত্রে সেরা সন্তান হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন।

(৪) তিনি বলতেন أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيْمَ، وَبُشْرَى عِيْسَى, عَلَيْهِمَا السَّلاَم ‘আমি আমার পিতা ইবরাহীমের দো‘আ ও ঈসার সুসংবাদ’।[3] কেননা ইবরাহীম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহ নির্মাণের সময় দো‘আ করেছিলেন, যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায়-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ- (بقرة ১২৯)-

‘হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি তাদের মধ্য হ’তে একজনকে তাদের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরণ কর, যিনি তাদের নিকটে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত (সুন্নাহ) শিক্ষা দিবেন ও তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন’ (বাক্বারাহ ২/১২৯)।

পিতা-পুত্রের এই মিলিত দো‘আ দুই হাযারের অধিক বছর পরে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের মাধ্যমে বাস্তবে রূপ লাভ করে। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বংশের উচ্চ মর্যাদা ও পবিত্রতা বর্ণনায় ছহীহ হাদীছসমূহ থাকা

সত্ত্বেও অনেক বানোয়াট হাদীছ তৈরী করা হয়েছে। যেমন, (১) আমি পিতা-মাতার মাধ্যমে দুনিয়াতে এসেছি। আদম থেকে শুরু করে জাহেলী যুগের কোনরূপ ব্যভিচারের মাধ্যমে কখনো দুই পিতা আমাকে স্পর্শ করেনি' (বায়হাক্বী, দালায়েল ১/১৭৪ পৃঃ)। (২) 'যদি আল্লাহ জানতেন যে, আমার বংশের চাইতে উত্তম কোন বংশ আছে, তাহ'লে আমাকে সেখান থেকেই ভূমিষ্ঠ করাতেন'। (৩) 'জিব্রীল আমার উপরে অবতীর্ণ হ'য়ে বললেন, আল্লাহ জাহান্নামকে হারাম করেছেন ঐ ব্যক্তির জন্য, যার ঔরসে আপনাকে পাঠান হয়েছে এবং ঐ গর্ভকে, যা আপনাকে ধারণ করেছে এবং ঐ

ক্রোড়কে, যা আপনাকে প্রতিপালন করেছে’ (ইবনুল জাওযী, মাওযূ‘আত ১/২৮১-৮৩)। এগুলি সবই ‘জাল’ এবং অতিশয়োক্তি ছাড়া কিছুই নয়।

[1]. বুখারী হা/৪৫৫৩; মুসলিম হা/১৭৭৩; মিশকাত হা/৫৮৬১।

[2]. মুসলিম হা/২২৭৬; ওয়াছেলাহ ইবনুল আসক্বা‘ হ’তে; মিশকাত হা/৫৭৪০ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল অধ্যায়।

[3]. আহমাদ, ছহীহ ইবনু হিববান, আবু উমামাহ হ’তে; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৪৫।